ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় সমূহ

পাপ দুই প্রকার। কাবীরাহ ও ছাগী'রাহ। কুর্আন হাদীছে বর্নিত কোন হারামে জড়িয়ে পড়া অথবা কোন ফরজ তরক করা কাবীরাহ (বড়-পাপ) আর এ ছাড়া বাকি পাপ সমূহকে ছাগীরাহ (ছোট পাপ) বলা হয়।

অযু, নামায, তিলাওয়াত, নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ, মসজিদে যাতায়াত, জ্ঞান অন্বেষণ, তাসবিহ, তাহলিল ইত্যাদির মাধ্যমে ছোট পাপ মাফ হয়ে যায়। আর বড় পাপ তাওবাহ ব্যতীত মাফ হয় না।

কাবীরাহ আবার দুই ধরনের। কিছু কাবীরাহ শুধুই পাপ, যা করলে আস্তে আস্তে ঈমান দুর্বল ও রুগ্ন হয়ে যায়। তবে একে বারে নষ্ট হয় না। তাই আখেরাতে আল্লাহর করুণা ও ক্ষমার আশা থাকে। বর্নিত হচ্ছেঃ

আবু-যার রাঃ বলেন: একদা আমি রাসূল সাঃর কাছে এলাম। তিনি সাদা কাপড় মুড়িয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। একটু পর আমি আবার এলাম। তিনি তখনো ঘুমিয়ে। কিছুক্ষন পর আবার এলাম। তিনি তখন জেগে উঠেছেন। আমি কাছে বসলাম। রাসূল সাঃ বললেন: (আবু-যার!) যে ব্যক্তি **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ** বলবে (তাওহীদে বিশ্বাস করবে) এবং মৃত্যু পর্যন্ত এর উপর অবিচল থাকবে সে জান্নাতে যাবে।
আমি বললাম: যিনা করলেও, চুরি করলেও...?
তিনি বললেন: যিনা করলেও, চুরি করলেও।
আমি বললাম: যিনা করলেও, চুরি করলেও...?
তিনি বললেন: যিনা করলেও, চুরি করলেও।
আমি বললাম: যিনা করলেও, চুরি করলেও...?
তিনি বললেন: যিনা করলেও, চুরি করলেও।
কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন: আবু-যারের নাকে ধুলা পড়লেও। আবু-যার রাঃ বেরিয়ে গেলেম। তিনি বলতে ছিলেন: আবু-যারের নাকে ধুলা পড়লেও....। (বুখারী: ১১৮০, ৬০৭৮ মুসলিম: ৯৪, তিরমিযী: ২৬৪৪)

বুঝা গেল কারো ঈমান সঠিক হলে এবং মৃত্যু পর্যন্ত এর উপর অবিচল থাকলে পাপি হলেও সে জান্নাতে যাবে।

আর কিছু কাবীরাহ এমন আছে যা করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। (আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত তালিকায়) ওই ব্যক্তি আর মুঅ্মিন থাকে না। বরং কাফির, মুশরিক ও মুরতাদ হয়ে যায়। ফলে তার ইবাদত বন্দেগী নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত তার জন্য হারাম হয়ে যায়। এসব পাপকে বলা হয়: **নাওয়াক্বিদ্বু-ল-ঈমান** বা **ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় সমূহ**।

নাওয়াক্বিদ্বু-ল্-ঈমানের মূল বিষয়: কুফর, শিরক ও নিফাক। ইতিমধ্যে আমরা কুফর শিরক ও নিফাক সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এ পাপ সমূহের যে কোন একটিতে জড়িয়ে পড়লে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। বিষয়টিকে আরো সহজ ভাবে বুঝানোর জন্য সমাজে প্রচলিত কিছু নাওয়াক্বিদ্ব (ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়) উল্লেখ করা হল।

শিরকঃ ঈমান বিনষ্টকারী অন্যতম মহা-পাপ শির্ক্। অনেকের ধারনা: যারা মুর্তি-পূজা করে কেবল তারাই মুশরিক। আর মুসলিমরা শিরক মুক্ত। বিষয়টি কিন্তু এমন নয়। বরং অনেক মুসলমানও শিরকের সাথে জড়িত। অনেক মানুষ ঈমানের পর কোন না কোন ভাবে শিরকে জড়িয়ে পড়ে। ইসলাম সম্পর্কে যথাযত জ্ঞানের অভাবে এমন কাজ করে নিজের ঈমানকে নষ্ট করে ফেলে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

অনেক মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান আনে তথাপিও তারা মুশরিক । (১২ ইউসুফ: ১০৬)

মুর্তি-পূজা না করেও মানুষ কি ভাবে মুশরিক হয়? নিম্নের উদাহরণ সমূহ থেকে বিষয়টি সহজেই বুঝা যাবে।
১. আল্লাহর উপর ঈমান আনার পরও অনেকেই আল্লাহর জাতিসত্তায় শিরক করে। আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে বলে বিশ্বাস করে। যেমন ইয়াহুদ ও নাসারা। ইরশাদ হচ্ছেঃ

ইয়াহুদ বলে উজাইর আল্লাহর ছেলে। নাসারা বলে মাসীহ (ঈসা) আল্লাহর ছেলে। এসব তাদের মুখের কথা। আগেকার কাফিররাও এমন বলত। আল্লাহ ধ্বংস করুক। তারা কি সব রটনা করছে। (৯ তাওবাহ: ৩০)

উজাইর আঃ মরার একশত বছর পর পুনরায় জীবিত হয়েছিন (সুরাহ বাকারাহ: ২৫৯তম আয়াতে ঘটনাটি বর্নিত হয়েছে)। এমন আশ্চর্য ঘটনার পর ইয়াহুদ ভাবল উজাইর সাধারন মানুষ নন। তিনি অসাধারন। আর এই অসাধারনতা প্রতিষ্ঠিত করতে তারা বলে ফেলল: উজাইর আল্লাহর ছেলে।

ঈসা আঃ বিনা বাপে জন্ম গ্রহন করেন। আল্লাহর হুকুমে তিনি মৃতকে জীবিত করতে এবং মাটির মুর্তিতে প্রাণ সঞ্চালন করতে পরতেন। আবার হাওয়ারীদের চুখের সামনেই তিনি আকাশে আরোহন করেছেন। এসব কারনে নাসারা ভেবেছে ঈসা কোন সাধারন মানুষ নন। তাই তারা বলে ফেলছে: ঈসা আল্লাহর ছেলে।

এসবই নবী-রাসুল নিয়ে বাড়াবাড়ির ফল। ইয়াহুদ ও নাসারা তাদের কাছে প্রেরিত নবীকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। নিজেদের খেয়াল খুশিমত মর্যাদা বাড়াতে গিয়ে নবীকে আল্লাহর ছেলে বানিয়ে ফেলছে।

আজকাল কিছু মুসলমানও এমন ভাবতে শুরু করেছে। তারা নবী সাঃকে নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করছে। নিজেদের খেয়াল খুশিমত মর্যাদা বাড়াতে গিয়ে নবীকে আল্লাহর সম মানে আসীন করে ফেলছে।

ধীরে ধীরে তারা যেন একত্ববাদের বদলে দ্বিত্ববাদে বিশ্বস্থ হয়ে পড়ছে। তারা যেন বলতে যাচ্ছে মুহাম্মাদ আল্লাহর সম্পুরক। তাই যেখানে আল্লাহর নাম সেখানেই মুহাম্মাদ সাঃর নাম যুক্ত করা হচ্ছে। কোথাও **ইয়া আল্লাহ** লিখলে পাশেই লিখা হচ্ছে **ইয়া মুহাম্মাদ ।**

ইয়াহুদ নাসারাদের মত আল্লাহর ছেলে না বললেও তারা বলছে: মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহর নূরে তৈরী। মানে আল্লাহ থেকেই মুহাম্মাদ, আল্লাহ ও মুহাম্মাদের মূল একই। এর অর্থ দাড়ায় মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহর অংশ। যা ইয়াহুদ নাসারাদের ছেলে তত্বের চেয়ে আরো জঘন্য।

২. একদল লোক আল্লাহর বৈশিষ্টে অন্যকে শরীক করে ফেলছে। তারা মনে করে: মুহাম্মাদ সাঃ হাজির নাযির তথা সর্বত্র বিরাজমান ও সর্ব-দ্রষ্টা। মুহাম্মাদ সাঃ আ'লিমু-ল্-গাইব, তথা অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী।

আসলে হাজির, নাজির, আ'লিমু-ল্-গা'ইব ইত্যাদি একান্তই আল্লাহর বৈশিষ্ট। পবিত্র কুর্আনে পরিস্কার ভাষায় বলা হয়েছে: কেউ গা'ইব জানে না আল্লাহ ছাড়া। ইরশাদ হচ্ছেঃ

বলে দাও! আসমান-যমীনের কেউ গাইব জানে না আল্লাহ ছাড়া। কেউ জানে না কখন হবে পুনরোত্থান।
(২৭ নামাল: ৬৫)
বলে দাও! আমি উপকার বা ক্ষতি কিছুই করতে পারি না। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। আমি গা'ইব জানলে অধিক হারে লাভবান হতাম। কোন মন্দই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি মুঅ্মিনদের তরে সু-সংবাদ দাতা ও কাফিরদের তরে সাবধানকারী বৈ কিছুই না। (৭ আ'রাফ: ১৮৮)

আল্লাহর কোন বৈশিষ্টে অন্যকে বিশেষিত করা বা অন্যকে এমন বৈশিষ্টের অধিকারী মনে করা শিরক, ঈমান বিনষ্টকারী মহা-পাপ। এমন পাপ করলে মানুষের ঈমান, ইবাদাত সব নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।

৩. অনেকে প্রভুত্বে শিরক্ করে। আল্লাহর বিধানের বদলে অন্যের বিধান মেনে চলে। আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অন্নদাতা, রিজক দাতা, আশ্রয় দাতা, বিধান দাতা, নিরাময় দাতা (ইত্যাদি প্রভুত্বের বৈশিষ্টের অধিকারী) মনে করে। এমন মনে করলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ বা প্রভুত্বে শিরক হয়। যা ঈমান বিনষ্টকারী মহা-পাপ। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তারা আল্লাহর বদলে নিজেদের হিবর্ ও রাহিব (উলামা ও পীর)কে রাব্ব বানিয়ে নিয়েছে এবং মাসীহ বিন মার্য়াম (নবী)কেও। অথচ তাদের আদেশ করা হয়েছিল: এক ইলাহ মেনে নিতে যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি সকল শিরকের উর্দ্ধে। (৯ তাওবাহ: ৩১)

(আহলে কিতাবের যারা ঈমান এনেছিলেন) আয়াতটি নাযিলের পর তারা বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরাতো উনাদের রাব্ব বানাইনি। রাসূল সাঃ বললেন: তাদের বর্নিত বিধান আল্লাহর বিধানের বিপরিত হলেও তোমরা মেনে নিতে।

আজকাল অহরহ এমনটি করা হচ্ছে। মানুষের মনগড়া বিধান ও নীতিমালা (কুর্আন সুন্নাহর বিপরিত হলেও) লোকজন মেনে নিচ্ছে। এবং ইমাম, দলীয় উলামা ও পীরের কথা মানতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে কুর্আন হাদীছ লংঘিত হচ্ছে। আর এভাবে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সবকিছু বরবাদ হয়ে যাচ্ছে।

নবী-রাসূল, আলিম-উলামা ও পীর-আউলিয়া নিয়ে বাড়াবাড়ি

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে যথাযত জ্ঞানের অভাবে কিছু মানুষ নবী-রাসূল, আলিম-উলামা ও পীর-আউলিয়া নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করে ফেলে। আগেকার উম্মতগণ ও এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাঃ এ বিষয় উল্লেখ করে বারবার সতর্ক করে গেছেন। বর্নিত হয়েছেঃ

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: আমি যা নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাক। আর যা করতে বলি যথা সম্ভব করে ফেল (অহেতুক প্রশ্ন কর না) কারন অধিক প্রশ্ন ও নবীদের নিয়ে (বাড়াবাড়ি ও এর ফলে সৃষ্ট) বিরোধ আগেকার জাতি সমূহের ধ্বংস করে দিয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

তথাপিও বাড়াবাড়ি থেমে থাকেনি। আল্লাহ রাসূলের তোয়াক্কা না করে কিছু মানুষ নিজেদের খেয়াল খুশি মত এসব করেই যাচ্ছে। আজকাল অনেকেই মুহাম্মাদ সাঃকে শাহে দু-আ'লম (দু-জাহানের অধিপতি) সরকারে দু-আ'লম (দু-জাহানের কর্তৃত্বশীল), শাহেন শাহে আলম (রাজাধিরাজ) ইত্যাদি উপাধিতে ভুষিত করে থাকে।

অনেকে মনে করে: পীর আউলিয়াগণ মরেন না। তারা কবরে থেকেও মানুষের হাজত পুরা করতে পারেন। তাই তাদের কবরকে মাজার মনে করে হাজিরা দেয়া, সিন্নি দেয়া, নজর ও মান্নত করা, দোয়া চাওয়া ইত্যাদির প্রচলন করা হয়েছে। কিছু মানুষ বিশ্বাস করে: হাশরের কঠিন বিপদে নবী ও পীর আউলিয়াগণ তাদের উদ্ধার করবেন, আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাবেন। আসলে এসবই অতি বাড়াবাড়ি। মুহামাদ সাঃ হাশরের অধিপতি নন। হাশরের কর্তৃত্ব ও তার হাতে থাকবে না। হাশরের একক অধিপতি আল্লাহ। তাঁর হাতেই সকল কর্তৃত্ব। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তারা আল্লাহকে সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে পারেনি। কিয়ামতের দিন তিনি সমগ্র পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে নেবেন, আকাশ সমূহ ভাজ করা থাকতে ডান হাতে, (সকল কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব হবে শুধুই তাঁর) তিনি মহান, সকল শিরকের উর্দ্ধে। সিঙ্গায় ফুকা হলে আসমান-যমীনের সব মরে যাবে। তবে আল্লাহ যাদের (বাঁচিয়ে রাখতে) চান (তারা

মরবে না)। তারপর আবার সিঙ্গা ফুকা হলে সবাই উঠে দেখতে থাকবে। (৩৯ যুমার: ৬৭,৬৮)

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: কিয়ামতের দিন আল্লাহ পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে নেবেন, আকাশ সমূহ ভাজ করা থাকবে ডান হাতে, তারপর ঘোষনা করবেন: আমিই একক অধিপতি। পৃথিবীর অধিপতিরা কোথায়? (বুখারী, মুসলিম)

রাসূল সাঃ যেভাবে দু-জাহানের অধিপতি বা দু-জাহানের কর্তৃত্বশীল নন। তেমনি শাহেন শাহে আলমও নন। উল্লেখ্য শাহেন শাহে আলম ফার্সি শব্দ। এর আরবী হচ্ছে মালিকু-ল-আমলাক। যা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিন্দিত ও ঘৃনিত নাম। বর্নিত হচ্ছেঃ
আবু-হুরাইরাহ রাঃর বর্ননায় রাসূল সাঃ বলেছেন: আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃনিক নাম হচ্ছে মালিকু-ল-আমলাক। (মুসলিম: ২১৪৩)
কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃনিত নাম দিয়ে রাসূল সাঃকে বিশেষিত করা হয়। আবার মনে করা হয় যে: তাঁকে সম্মান করা হচ্ছে। এসব কিছুই মানুষের অজ্ঞতা ও বাড়াবাড়ির ফসল।

এভাবে যুগে যুগে লোকজন নবী-রাসূল নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। এবং যারাই বাড়াবাড়ি করেছে তারাই বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। নাসারাগণ ঈসা আঃকে নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করেছে। তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে:

হে আহলে কিতাব! দ্বীনী বিষয়ে বাড়াবাড়ি কর না। আল্লাহর ব্যাপারে সত্য কথা বল। ঈসা বিন মার্য়াম রাসূল বৈ কিছুই নয়, আল্লাহ তাঁর বাণী মারয়ামের প্রতি ছোড়ে দিয়ে ছিলেন (এতেই তার জন্ম হয়েছে)। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে মহা-শক্তি (নিয়ে এসেছিল)। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন। তৃত্ববাদের কথা বলো না। এসব থেকে ফিরে আস। ইহাই কল্যানকর। আল্লাহই একক ইলাহ। তিনি সন্তান গ্রহনের উর্দ্ধে। (৪ নিসা: ১৭১)

ইয়াহুদগণ ইবরাহীম আঃকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। তারা বলেছে: ইবরাহীম আঃ তাদের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে:

হে আহলে কিতাব! ইবরাহীমকে নিয়ে কেন বাড়াবাড়ি করছ? (তোমরা বলছ: ইবরাহীম তোমাদের আদর্শে তথা তাওরাত ও ইন্জিলে বিশ্বাসী ছিল। অথচ) তাওরাত, ইন্জিল তার পরে নাযিল হয়েছে। তোমরা কি কিছুই বুঝ না ? তোমরা যা জান তা নিয়ে তর্ক করতে পারো। কিন্তু যা জান না, যে ব্যাপারে তোমাদের জ্ঞান নেই, তা নিয়ে কেন তর্ক করছ ? (৩ আল-ই'মরান: ৬৫,৬৬)

পীর আউলিয়া নিয়ে বাড়াবাড়িঃ অনেকে বলে: কলন্দর হরকে গুয়দ দিদা গুয়দ। মানে **কলন্দর** (ভন্ড পীরদের ৭ম ক্যাডার) যা বলেন দেখেই বলেন। অর্থাৎ কলন্দর সবকিছু জানেন, সবকিছু দেখেন। তারা মনে করে: দুনিয়াতে সর্বদা একজন **ওতদ** (তাদের ৮ম ও শীর্ষ ক্যাডার) থাকেন। যিনি পুরা দুনিয়া নিয়ন্ত্রন করেন। তাদের ধারনা: আল্লাহ প্রতিটি শহর ও নগরের নিয়ন্ত্রন একজন মানুষের উপর ছেড়ে দেন। তাকে **কুতুব** (তাদের ৬ষ্ঠ ক্যাডার) বলা হয়।

তাদের ধারনা: আব্দুল কাদির জিলানী ছিলেন **গাউছ** (তাদের ৫ম ক্যাডার।) তারা তাকে গাউছু-ল-আজম (সর্বমহান আশ্রয় দাতা) মনে করে। অথচ মহান আশ্রয় দাতা একমাত্র আল্লাহ। তিনিই গিয়াছু-ল-মুস্তাগিছীন, সকলের আশ্রয়। বিপদে আপদে, বালা-মুসীবতে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে আল্লাহর কাছেই। আর এমন বিশ্বাস থেকেই আউযু বিল্লাহ ও নাউ'যু বিল্লাহ শব্দের প্রচলন। অর্থাৎ আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই ..., আমরা আল্লাহর আশ্রয় চাই....।

উল্লেখ্য ভন্ডপীরদের ৮টি ক্যাডার হচ্ছে: মুরীদ, পীর, ওলী, আবদাল, গাউছ, কুতুব, কলন্দর ও ওতদ।

কিছু মানুষ মনে করে: ওলী আউলিয়াদের অনেক ক্ষমতা। জীবিত ও মৃত সর্ববস্থায়ই তারা ক্ষমতাধর। মরার পরও তারা মানুষের প্রয়োজন মিটাতে পারেন। এরা পরকালে তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। তাই তারা নিজ নিজ পীর ও (নিজেদের ধারনা মত) আউলিয়াদের তাজিম তোয়াজ করে থাকে।

এমন ধারনার মূল উৎস সনাতন ধর্ম। এমন বিশ্বাস মুর্তি-পূজাকে উৎসাহিত করে। এমন সুত্র ধরেই সমাজে মুর্তি-পূজার প্রচলন হয়েছে। এমন ধারনা থেকেই হিন্দুরা মুর্তি-পূজা করে। হিন্দুরাও এক ইশ্বরে বিশ্বাস করে। তবে তারা মনে করে কিছু মহা-মানব ইশ্বরের আশির্বাদ পেয়ে অমর হয়ে গেছেন। দুনিয়াতে এরা ইশ্বরের অবতার। এরা ইশ্বরের কাছে সুপারিশ করেন। তাই এরা দেব তুল্য। এদের খুশি করতে পারলে ইশ্বর খুশি হন। আর এ জন্যই তারা এদের মুর্তি বানিয়ে পুজা করে। পবিত্র কুর্আনে এমন ধারনাকে মুর্তি-পূজার উৎস হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তারা আল্লাহর বদলে যাদের দাসত্ব করে তারা উপকার বা ক্ষতি কিছুই করতে পারে না। তারা বলে: এরা আল্লাহর কাছে আমাদের শুফায়া' (সুপারিশ কারী)। বলে দাও! আসমান-যমীনে এমন কি আছে যা আল্লাহ জানে না। তোমরা তাঁকে জানাতে চাচ্ছ? তিনি মহান, সকল শিরকের উর্দ্ধে। (১০ ইউনুস: ১৮)

সবাই একা একা আমার কাছে হাজির হবে। যেমন প্রথমে সৃজন করেছি। তখন মনগড়া সব উবে যাবে। (সেদিন আল্লাহ বলবেন:) তোমাদের শুফায়া'(সুপারশকারী)গণ কোথায়? তাদের দেখছিনা যে, যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে? তবে কি তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল, মনগড়া সব উধাও হয়ে গেল ? (৬ আনয়া'ম: ৯৪)

ইসলামী আক্বীদাহ মতে ...**সকল মুঅ্মিনই আল্লাহর ওলী। কুর্আনের পথে অবিচল থাকা ও পাপ থেকে বেঁচে থাকার অনুপাতে মানুষ আল্লাহর কাছে সম্মানিত হয়।**'' (আক্বীদাহ তাহাবিয়্যাহ: আক্বীদাহ নং ৬৫, পৃঃ ২৭)

একটি পর্যালোচনাঃ একদল মানুষ প্রতিটি উপকারী বস্তুকেই দেবতুল্য। তারা মনে করে: চন্দ্র ও সূর্য থেকে আমরা আলো পাই তাই তারা মনে করে চন্দ্র ও সূর্য এক একটি দেবতা। গাভী থেকে দুধ পাওয়া যায় তাই গাভী একটি দেবতা। বটগাছ থেকে বিরাট ছায়া পাওয়া যায় তাই বটগাছ একটি দেবতা। নদী থেকে আমরা পানি পাই তাই নদী একটি দেবতা। দেশের মাটি থেকে মানুষ খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় তাই মাটিও একটি দেবতা।

এমন দেব তত্ব হিন্দুদের ধর্মীয় বাণী। হিন্দুরা ভারতে বাস করে বিধায় তারা ভারতকে দেবতা মনে করে। তারা বলে **ভারত মাতা**। আর এ থেকেই রবীন্দ্র সংগীত : ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে **ঠেকাই মাথা** ..... তুমি সব **মাতার মাতা। ও মা** ফাগুনে তর ... **ও মা** অগ্রানে তর..। কুদীরামের গাণ : একবার বিদায় দে **মা** ঘুরে আসি.. ইত্যাদি। আর এরি ধারাবাহিকতায় দেশকে মাতা বা দাবতা মেনে নিয়ে তৈরী হয়েছে দেশ মাতৃর দর্শন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আকীদাহ সম্পর্কে যথাযত জ্ঞান না থাকায় অনেক আলিমকেও নিজ ভাষনে **দেশমাতৃ**র কথা বলতে শোনা যায়

৪. আল্লাহ ছাড়া অন্যের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করা বা অন্যকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী মনে করা। আসলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মালিকানা সার্বভৌম নয়। অন্য সবার মালিকানা বিধিবদ্ধ, আইনের আওতাধিন। তাই কারো ক্ষমতাও নিরঙ্কুশ নয়। নিজ নিজ মালিকানা ও ক্ষমতা প্রয়োগে সবাইকে রাষ্ট্র, সরকার, সমাজ, আপন বিবেক এবং সর্বোপরি মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। (৮৫ বুরুজ: ১৬)

তাঁকে কোন কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয় না। কিন্তু তাদের সবাইকে জবাবদিহি করতে হয়।
(২১ আন্‌বিয়া: ২৩)

৫. যে নিয়মে আল্লাহর ইবাদাত করা হয় এমন করে অন্যের দাসত্ব করা। অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদাতে যেসব কাজ করা হয় অন্যের জন্য এমন কোন কাজ করা ঈমান বিনষ্টকারী মহা-পাপ। যেমন:

নামাযঃ নামাযে আমরা আল্লাহর সামনে বিশেষ নিয়মে দাড়িয়ে থাকি, বিশেষ কিছু পাঠ করি, মাথা নত করি, বিশেষ পদ্ধতিতে বসি। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্যে জন্য বিশেষ নিয়মে দাড়িয়ে থাকা, বিশেষ কিছু পাঠ করা, মাথা নত করা বা বিশেষ পদ্ধতিতে বসা ঈমান বিনষ্টকারী মহা-পাপ। ইরশাদ হচ্ছেঃ

সকল ইবাদাতের অধিকারী শুধুই আল্লার। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্যকে ডেকো না। (৭২ জিন্ন: ১৮)

যাকাত ও সাদাকাতঃ আমরা আমাদের উৎপাদিত ফসল, উপার্জিত সম্পদ ও অর্জিত পশু-পাখি আল্লাহর তরে বিসর্জন দেই, উৎসর্গ করি। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য এমন কিছু করা ঈমান বিনষ্টকারী মহা-পাপ। বর্নিত হয়েছেঃ

সালমান ফার্সি রাঃ বলেনঃ একটিমাত্র মাছির জন্য একব্যক্তি জান্নাতে আর একব্যক্তি জাহান্নামে গিয়েছে। (লোকজন জিজ্ঞেস করল: কোন ধরনের মাছি? কাপড়ে বসা একটি মাছি দেখিয়ে তিনি বললেন: এইত এই মাছি। তারপর বললেন) এক জাতি একটি মুর্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। মুর্তিটিকে নজরানা না দিয়ে কেউ অতিক্রম করত না। (দুইজন মুসলিম) মূর্তিটি অতিক্রম কালে লোকজন বলল: দেবিকে কিছু দিয়ে যাও। একজন দিতে অস্বিকার করল। লোকজন (দেবিকে অবজ্ঞার অজুহাতে) তাকে হত্যা করল। (সে শহীদ হয়ে জান্নাতে চলে গেল) তারপর অন্যজনকে বলল: একটি মাছি হলেও উৎসর্গ করে যাও। লোকটি একটি মরা মাছি তুলে দিয়ে দিল এবং (মুশরিক হয়ে) জাহান্নামী হল। (আহমদঃ হাদিছটি মাওকুফান সাহীহ)

রোজাঃ রোজা রাখতে গিয়ে আমরা নির্ধারিত সময়ে খাদ্য, পানীয় ও স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক সম্ভোগ বর্জন করে থাকি। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য কোনকিছু বর্জন করা ঈমান বিনষ্টকারী মহা-পাপ।

হাজ্জঃ হাজ্জে আমরা আল্লাহর জন্য বাইতুল্লাহ ও সাফা-মারওয়া প্রদক্ষিত করি, নিদৃষ্ট দিনে, নির্ধারিত সময়ে আরাফাত, মুজদালিফা ও মিনায় অবস্থান করি। উচ্ছস্বরে তালবিয়্যাহ পড়ি। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য কোনকিছু প্রদক্ষিন করা, নিদৃষ্ট দিনে নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করা, নির্ধারিত কিছু পাঠ করা। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করা ঈমান বিনষ্টকারী মহা-পাপ। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তাদের কাছে ইবরাহীমের ঘটনা বর্ননা কর। সে যখন তার পিতা ও জাতিকে বলল: তোমরা কিসের ইবাদাত কর ? তারা বলল: আমরা মুর্তি-পূজা করি, **তাদের কাছে অবস্থান করি**। ইবরাহীম বলল: তোমরা ডাকলে তারা কি শোনে, অথবা কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে? তারা বলল: না..। তবে বংশ পরম্পরায় আমরা এমন করে যাচ্ছি (ইহা আমাদের জাতীয় ইতিহ্য ও জাতীয় সংস্কৃতি)। ইবরাহীম বলল: তোমরা ও তোমাদের পুর্বসুরীরা যাদের পুজা কর তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? (তারা কত অসহায় ও অসাড়। জেনে রেখো!) এসব আমার দুশমন শুধু তিনি ব্যতীত যিনি সর্ব-জগতের রাব্ব। যিনি আমাকে সৃজন করেছেন, আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। যিনি আমাকে খাদ্য ও পানীয় দান করেন। বিমার হলে যিনি আমাকে আরোগ্য দেন। যিনি আমাকে মৃত্যু দেবেন, পুনরায় জীবিত করবেন। আমি আশা করি: বিচার দিনে তিনি আমাকে ক্ষমাও করবেন। (২৬ শুয়া'রা: ৬৯-৮২)

আমরা আল্লাহর জন্য যা করি অন্যের জন্য এমন কাজ করা যেমন পাপ ঠিক তেমনি অন্য ধর্মের লোকেরা তাদের দেবতার পূজায় যা করে, কোন মুসলমান অন্যের জন্য এমন কিছু করলেও সমান পাপ হয়।

কুফরঃ ঈমান বিনষ্টকারী আরেকটি মহা-পাপ কুফর। যেকোন ভাবে কুফরে জড়িয়ে পড়লে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি: কুফর দুই ধরনের হয়ে থাকে। ইসলামের বিপরিত কুফর ও ঈমানের বিপরিত কুফর। যারা আল্লাহ মানে না, রাসূল মানে না, কুর্আন মানে না, ইসলাম মানে না, তারা কাফির। তাদের ঈমানই নেই। তাই নষ্ট হবার প্রশ্নই আসে না।

কিন্তু যারা বাহ্যত ইসলাম গ্রহন করেছে, যারা নিজেকে ঈমানদার বলে দাবী করে, তারা যদি কুফর, শিরক বা নিফাকে জড়িয়ে পড়ে তবে তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।
ঈমান আনার পরও কিছু মানুষ কুফর করে ফেলে। বিশেষ করে বর্তমানে বিশ্বের গতি ও সমাজের স্রোত কুফরের দিকে ধাবমান। তাই কালের স্রোতে গা ভাসাতে গিয়ে অনেক মানুষই কুফরে জড়িয়ে পড়ে। নিম্নের উদাহরণ সমূহ থেকে বিষয়টি আরো সহজ ভাবে বুঝা যাবে, ইনশা আল্লাহ।

১. ঈমান বিনষ্টকারী অন্যতম কুফর হচ্ছে: নাস্তিক্যবাদ তথা সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করা। আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এমন আছে যারা নিজেকে মুসলিম মনে করে, নামায পড়ে, রোজা রাখে, হজে যায়। আবার সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও দর্শন বিশ্বাস করে যার মূল উৎস নাস্তিক্যবাদ।

যারা নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাস করে তাদের নাস্তিক বলা হয়। নাস্তিকরা মনে করে এ মহা-বিশ্বের কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। সবকিছু তৈরী হয়েছে প্রাকৃতিক নিয়মে। তাই তারা নিজেদেরকে প্রতিকৃতি বাদী হিসাবে পরিচয় দেয়। তাদের বিশ্বাস: প্রকৃতি মহা-ক্ষমতাধর। তারা মনে করে: চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, আকাশ, সব প্রকৃতির সৃষ্টি। তাদের ধারনা জীবন-মরন, সুস্থতা-অসুস্থতা, খাদ্য-পানীয় সবই প্রকৃতির দান। জোয়ার-ভাটা, ঝড়-তূফান, সোনামী, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প, ভূমিধস সবই প্রকৃতির খেলা। প্রকৃতিকে আরবীতে বলা হয় **দাহর** আর প্রকৃতিবাদকে বলা হয় **দাহরিয়্যাহ**। আল-কুর্আন ও আল-হাদীছে **দাহর ও দাহরিয়্যাহ** সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। নাস্তিক্যবাদী চিন্তা অনেক পুরাতন। আদিম যুগেও কিছু লোক এমন ভাবত। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তাদের দেখেছ? যারা নিজের হাওয়া (মনগড়া নীতি)কে ইলাহ (মহা-ক্ষমতাধর মালিক) বানিয়ে নিয়েছে। আসলে আল্লাহ নিজেই এদের বিভ্রান্ত করে দিয়েছেন। এদের চুখে ও মনে মোহর এঁটে দিয়েছেন, কানে লাগিয়েছেন পর্দা। সুতরাং এমন কে আছে, যে এদের পথ দেখাবে? এরা কিছুই বুঝে না? এরা বলে: দুনিয়ার জীবন ছাড়া কিছুই নেই। আমরা জীবিত হই, মরে যাই (সবই প্রকৃতির খেলা) প্রকৃতিই আমাদের (সৃষ্টি করে। আবার) ধ্বংস করে। আসলে এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। এসব তাদের মনগড়া উক্তি। (৪৫ জাছিয়াহ: ২৩,২৪)

কোন জাতির কাছে নবী পাঠানোর পর (তারা অমান্য করলে) আমরা বালা-মুসীবত ও রোগ-ব্যাধির আযাব দেই, যেন তারা মিনতি করে (তথাপিও পাপে ডুবে থাকলে) তাদের মুসীবতকে নিয়ামতে বদলে দেই। তখন সুখে বিভূর হয়ে বলে: (সবই প্রকৃতির খেলা। প্রাকৃতিক নিয়মেই এমন হয়) আমাদের বাপ-দাদার সময়েও এমন বালা-মুসীবত ও রোগ-ব্যাধি এসেছিল। ফলে তাদের হঠাৎ পাকড়াও করি। তারা বুঝতেই পারে না। (৭ আ'রাফ: ৯৪,৯৫)

২. ইসলামী শারীয়া'হ বা এর কোন বিধানকে অমান্য করা ঈমান বিনষ্টকারী মহা-পাপ। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তারা অমান্য করলে (অবাক হাবর কিছু নেই) তাদের পুর্বসুরিরাও অমান্য করেছিল। তখন রাসূলগণ মু'জিযাত, লিখিত বিধান ও আলোকিত কিতাব নিয়ে এসেছিলেন (তথাপিও তারা মেন নেয়নি) ফলে কাফিরদের পাকড়াও করেছি। (খবর নিয়ে দেখ) কেমন ছিল না মানার পরিনতি ? (৩৫ ফাতির: ২৫,২৬)

কোন জনপদে যখনই সাবধানকারী (রাসূল) পাঠিয়েছি তখনি দাম্ভিক(নেতা)রা বলেছে: যে বিধান দিয়ে তোমাদের পাঠানো হয়েছে আমরা তা মানি না। (৩৪ সাবা :৩৪)

৩. মানব রচিত কোন বিধানকে আল্লাহর বিধানের চেয়ে কল্যানকর, উত্তম বা সমমানের মনে করা।ইরশাদ হচ্ছেঃ

তাদের দেখনি? যারা মনে করে তারা তোমার প্রতি ও ইতিপুর্বে নাযিলকৃত বিধানে ঈমান এনেছে আর বিচার নিয়ে যেতে চায় তাগুতের কাছে। অথচ তাগুত বর্জন করতে তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শয়তান তাদের সম্পূর্নরূপে বিভ্রান্ত করে দিতে চায়। যদি বলা হয়: এসো! (জীবন বিধান হিসাবে) আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের আদর্শের প্রতি ধাবিত হই। দেখবে: মুনাফিকরা তোমা থেকে কেটে পড়ছে। (৪ নিসা: ৬০,৬১)

৪. আল্লাহর বিধান ছেড়ে মানর রচিত বিধানের প্রতি ধাবিত হওয়া। ইরশাদ হচ্ছেঃ
না..। আল্লাহর কসম! তারা মুঅ্মিন হতে পারবে না। যতক্ষন না তাদের যাবতীয় বিষয় মিমাংসার জন্য তোমার কাছে আসে, তোমার ফয়সালা বিনা দ্বিধায় মেনে নেয় এবং সম্পুর্নরূপে আত্মসমর্পন করে। (৪ নিসা: ৬৫)

যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মতে বিচার ও শাসন করে না তারা কাফির। (৫ মাইদাহ: ৪৪)

৫. ইসলামের কোন বিষয়ে সন্দেহ করা বা দ্বীনি ব্যাপারে দুদোল্যমান থাকা। ইরশাদ হচ্ছেঃ
কাফিরেরা (রাসূলগণকে) বলেছে: তোমাদের আনিত বিধান আমরা মানি না। তোমরা যে আদর্শের দাওয়াত দিচ্ছ আমরা সে বিষয়ে সন্দিহান। (১৪ ইবরাহীম: ৯)

৬. আল্লাহ, আল্লাহর কালাম, আল্লাহর রাসূল অথবা দ্বীনি কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা যদিও তা হাসির ছলে হয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

জিজ্ঞেস করলে তারা বলে: ঠাট্টা করেছি, কৌতুক করেছি। বলে দাও! তোমরা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও তাঁর বিধান নিয়ে ঠাট্টা কর? বাহানা বানিও না। ইমানের পর তোমরা কুফর করে ফেলেছ। (৯ তাওবাহ: ৬৫,৬৬)

৭. মুঅ্মিনদের বিপক্ষে কাফিরদের সাহায্য করা বা সমর্থন দেয়া। ইরশাদ হচ্ছেঃ
মুঅ্মিনগণ! মুঅ্মিন ছাড়া কোন কাফিরের সাথে মিত্রতা করো না। কেউ এমন করলে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না। তবে প্রতিরক্ষা হিসাবে তাকিয়্যাহ (জীবনের তাগিদে প্রয়োজনীয় মিত্রতা) করতে পার। আল্লাহ তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন। আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তন। (৩ আল-ই'মরান: ২৮)

৮. ইসলাম গ্রহনের পর দ্বীনি বিষয়াদিকে ঐচ্ছিক মনে করা। অর্থাৎ এমন মনে করা যে: যার যতটুকু খুশি দ্বীন পালন করবে, যার খুশি করবে না। ইরশাদ হচ্ছেঃ

আল্লাহ বা রাসূল কোন ফয়সালা করে ফেললে মুঅ্মিন পুরুষ বা নারী কারো এখতিয়ার থাকে না। (সবাই মেনে নিতে বাধ্য) আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য ব্যক্তি চরম ভাবে বিভ্রান্ত। (৩৩ আহযাব: ৩৬)

৯. জীবনের কোন ক্ষেত্রে শারীয়া'হ বহির্ভুত বিধান বা নীতিমালা মেনে নেয়া। ইরশাদ হচ্ছেঃ
হেদায়াত সুস্পষ্ট হবার পরও যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, মুঅমিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে সে যেদিকে ফিরে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দেই। নিক্ষেপ করি জাহান্নামে যা জঘন্যতম আবাস। (৪ নিসা: ১১৫)

আল্লাহর বিধান মনে করিয়ে দেয়া সত্বেও যে বিমুখ হল (সে যেন মনে রাখে) পাপিষ্ঠদের থেকে আমরা প্রতিশোধ নেবই। (৩২ সাজিদাহ: ২২)

১০. যাদু। যাদু কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহা-পাপ। ইরশাদ হচ্ছেঃ
সুলাইমান কুফর করেনি। বরং শয়তানরা কুফর করেছে। লোকজনকে শিখিয়েছে যাদু। (২ বাক্বারাহ: ১০২)

১১. কুর্আন হাদীছে সুস্পষ্ট ভাবে বর্নিত কোন হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম মনে করা। ইরশাদ হচ্ছেঃ
মুঅ্মিনগণ! আল্লাহর হালালকৃত হালালকে হারাম (মনে) কর না। আল্লাহর নির্ধারিত সীমানা লংঘন কর না। আল্লাহ সীমা লংঘনকারীকে পছন্দ করেন না। (৫ মা-ইদাহ: ৮৭)

বিঃ দ্রঃ তবে যেসব বস্তু শুধু ফিক্বহী নিয়মে পড়ে হালাল বা হারাম হয়েছে, আল-কুর্আন বা আল-হাদীছে এব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি এসব বিষয়ে দ্বিমত করে এমন হালালকে হারাম বা এমন হারামকে হালাল মনে করলে ঈমানের ক্ষতি হয় না। যেম : কাকড়া বা কচ্ছপ খাওয়া। ইমাম আবু-হানিফাহ রাহিঃর মতে ইহা হারাম হলেও অনেক ইমামগণ ইহাকে হালাল মনে করেন এবং অনেক লোকজন খেয়েও থাকেন।

১২. দ্বীনি ব্যাপারে কাউকে তিরস্কার করা বা গালি দেয়া। ইরশাদ হচ্ছেঃ
তোমাদের সাথে চুক্তি করার পর তারা যদি ভেঙ্গে ফেলে, দ্বীনি ব্যাপারে তোমাদের তিরস্কার করে। তবে তাদের সাথে আর চুক্তি নয়। কুফরের হোতাদের সাথে লড়াই কর। যেন তারা নিবৃত হয়। (৯ তাওবাহ: ১২)

১৩. তাকদীর অমান্য করা। তাকদীরকে কোন কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা। এমন করলে এমন হত, এমন করলে এমন হত না ইত্যাদি বিশ্বাস করা। মানুষ নিজের ভাগ্যের নির্মাতা। অমুক তার ভাগ্য বদলে দিয়েছে ইত্যাদি মনে করা ঈমান বিনষ্টকারী মহা-পাপ। ইরশাদ হচ্ছেঃ

মুঅ্মিনগণ! তাদের মত হয়ো না। যারা কুফর করে, তাদের ভায়েরা অভিযানে বা যুদ্ধে নিহত হলে বলে: আমাদের সঙ্গে থাকলে এরা মরত না বা নিহত হত না। এভাবে তারা সংশ্লিষ্টদের মনে অণুতাপ তৈরী করে। জীবন মরনের মালিক আল্লাহ। আল্লাহ প্রত্যক্ষ করেন তোমাদের সকল কাজ। (৩ আল-ই'মরান: ৫৬)

যারা যুদ্ধে না গিয়ে বসে থাকে। আর (শহীদ) ভাইদের সম্পর্কে বলে: আমাদের কথা মানলে এরা নিহত হত না। বলে দাও! তোমরা সত্য হলে নিজেদেরকে মৃত্যু থেকে রক্ষা কর। (৩ আল-ই'মরান: ৬৮)

১৪. আল-কুরআনে বর্নিত কোন বিধান, ইতিহাস, তথ্য বা অন্য কোনকিছুকে অস্বীকার করা, মিথ্যা মনে করা বা এর বিপরিত কোনকিছু মেনে নেয়া। ইরশাদ হচ্ছেঃ

....তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু মান আর কিছু মান না? তোমাদের কেউ এমন করলে দুনিয়ায় ধিকৃত ও লাঞ্ছিত হবে আর আখেরাতে নিক্ষিপ্ত হবে কঠিন আযাবে। তাদের কোন সাহায্য করা হবে না। (বাক্বারাহ: ৮৫)

নিফাকঃ ঈমান বিনষ্টকারী আরেকটি মহা-পাপ হল নিফাক। দুনিয়ার মোহ, অধিত ভয় সহ আরো নানা কারনে মানুষ মুনাফিকীর দিকে ধাবিত হয়। তখন সে ঈমান ও ইসলামের উপর অবিচল থাকতে পারে না। যে কারনেই হক নিফাকে জড়িয়ে পড়লে মানুষের ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তার ইবাদাত বন্দেগী নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। একজন মুসলিম কি ভাবে নিফাকে জড়িয়ে পড়ে নিম্নের উদাহরণ থেকে সহজেই বুঝা যাবে ইনশা আল্লাহ।

১. মুসলমান হওয়া সত্বেও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে অস্বীকার বা অমান্য করা। ইরশাদ হচ্ছেঃ
যে ব্যক্তি (জীবনের কোন ক্ষেত্রে) ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীনের (বিধান, আদর্শ, নীতিমালা) সন্ধান করে তার কিছুই কবুল করা হয় না। পরকালে চরম ক্ষতিগ্রস্ত। (৩ আল-ই'মরান: ৮৫)

তারা বলে: আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি, আমরা তাদের অনুগত। তথাপিও তাদের অনেকেই (কুফরে) ফিরে যায়। এরা মুঅ্মিন নয়। বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের (ইসলামী শারীয়া'হর) প্রতি আহ্বান করা হলে এরা মানতে অস্বীকার করে। আর ব্যক্তিগত ফায়দার জন্য অনুগত হয়ে ছুটে আসে। তবে কি এদের অন্তরে বিমার? না এরা সন্দিহান? নাকি আল্লাহ ও রাসূল থেকে অবিচারের আশংকা করছে? আসলে তারাই অবিচারী। বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আহ্বান করা হলে মুঅ্মিনের কথা হবে একটাই: শোনলাম আর মেনে নিলাম। (যারা এমন করে) তারাই সফল। (২৪ নূর: ৪৭-৫১)

২. মুসলমান হওয়া সত্বেও ইসলামী শাসন, বিচার, সংস্কৃতি ইত্যাদি পছন্দ না করা। ইরশাদ হচ্ছেঃ
....তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু (নামায, রোজা ইত্যাদি) মান আর কিছু (শাসন, বিচার, সংস্কৃতি, সমাজ নীতি, অর্থ নীতি ইত্যাদি) মান না? তোমাদের কেউ এমন করলে দুনিয়ায় ধিকৃত ও লাঞ্ছিত হবে আর আখেরাতে নিক্ষিপ্ত হবে কঠিন আযাবে। তাদের কোন সাহায্য করা হবে না। (২ বাক্বারাহ: ৮৫)

না..। আল্লাহর কসম! তারা মুঅ্মিন হতে পারবে না। যতক্ষন না তাদের যাবতীয় বিষয় মিমাংসার জন্য তোমার কাছে আসে, তোমার ফয়সালা বিনা দ্বিধায় মেনে নেয় এবং সম্পুর্নরূপে আত্মসমর্পন করে। (৪ নিসা: ৬৫)

৩. মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য বা সমর্থন করা। ইরশাদ হচ্ছেঃ
মুঅ্মিনগণ! মুঅ্মিন ছাড়া কোন কাফিরের সাথে মিত্রতা করো না। কেউ করলে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না। তবে প্রতিরক্ষা হিসাবে তাকিয়্যাহ (জীবনের তাগিদে প্রয়োজনীয় মিত্রতা) করতে পার। আল্লাহ তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন। আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তন। (৩ আল-ই'মরান: ২৮)

৪. জীবনের কোন ক্ষেত্রে ইসলাম বিরুধী নীতিমালা মেনে নেওয়া। ইসলাম বিরুধী কোন নীতি বা আদর্শ মেনে নিলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। তখন কোন কিছুই আর কবুল করা হয় না। ইরশাদ হচ্ছেঃ

যে ব্যক্তি (জীবনের কোন ক্ষেত্রে) ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীনের (বিধান, আদর্শ, নীতিমালা) সন্ধান করে তার কিছুই কবুল করা হয় না। পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত। (আল-ই'মরান: ৮৫)

৫. ইসলামের কোন ব্যাপারে সংশয় বা সন্দেহ রাখা। ইরশাদ হচ্ছেঃ
কাফিরেরা (রাসূলগণকে) বলেছে: তোমাদের আনিত বিধান আমরা মানি না। তোমরা যে আদর্শের দাওয়াত দিচ্ছ আমরা সে বিষয়ে সন্দিহান। (১৪ ইবরাহীম: ৯)

৬. তাগুত বর্জন না করা বা তাগুত্বকে মেনে নেয়া। ইরশাদ হচ্ছেঃ
তাদের দেখনি? যারা মনে করে তারা তোমার প্রতি ও ইতিপূর্বে নাযিলকৃত বিষয়ে ঈমান রাখে আর বিচার নিয়ে যেতে চায় ত্বাগুত্বের কাছে। অথচ তাদের হুকুম করা হয়েছিল: ত্বাগুত্বকে বর্জন করতে। শয়তান সম্পূর্ন রূপে তাদের বিভ্রান্ত করে দিতে চায়। (৪ নিসা: ৬০)

৭. ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রনে নতুন পথ তৈরী করা। ইরশাদ হচ্ছেঃ
তারা বলে: আমরা দ্বীনের কিছু (নামায, রোজা, হাজ্জ ইত্যাদি) মানব আর কিছু (রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি) মানতে পারব না। তারা (ইসলাম ও কুফরের) সংমিশ্রনে নতুন পথ তৈরী করে। (৪ নিসা: ১৫০)

৮. কাফিরদের সাথে গোপন সম্পর্ক রাখা।
৯. মুঅ্মিনদের নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা। ইরশাদ হচ্ছেঃ
মুঅ্মিনদের সাক্ষাতে তারা বলে: আমরাও মুঅ্মিন। আর শয়তান(নেতা)দের সাথে গোপন সাক্ষাতে বলে: আমরা তোমাদের সঙ্গী। তাদের সাথে উপহাস করছি মাত্র। (২ বাকারাহ: ১৪)

জিজ্ঞেস করলে তারা বলে: ঠাট্টা করেছি, কৌতুক করেছি। বলো! তোমরা কি আল্লাহ, রাসূল ও আল্লাহর বিধান নিয়ে ঠাট্টা কর? বাহানা বানিও না। ঈমান আনার পর তোমরা কুফর করেছ। তোমাদের কাউকে ক্ষমা করা হলেও অন্যদের অবশ্যই আল্লাহ সাজা দেবেন। কারন তারা পাপিষ্ঠ। (৯ তাওবাহ: ৬৫, ৬৬)

১০. ধর্মীয় কারনে কোন মুঅ্মিনকে তিরস্কার করা। (যেমন: ধর্মান্ধ, মৌলবাদী, জঙ্গি ইত্যাদি বলা) ইরশাদ হচ্ছেঃ
(বদরে মাত্র ৩১৩জন মুঅ্মিন যখন আল্লাহর সাহায্য ও রাসূলের কথায় আশ্বস্থ হয়ে ১০০০সৈন্যের বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন) তখন মুনাফিক ও রুগ্ন অন্তরের (দুর্বল ঈমানের) লোকেরা বলল: এরা ধর্মান্ধ হয়ে গেছে। (আল্লাহ বলেন) আল্লাহর উপর ভরসা কারীদের জন্য আল্লাহ আযীয, হা'কীম (অপ্রতিরুদ্ধ, মহা-কৌশলী)। (৮ আনফাল: ৪৯)

১১. মুসমানদের বিজয়ে ব্যথিত আর পরাজয়ে খুশি হওয়া। ইরশাদ হচ্ছেঃ
তোমাদের বিজয়ে তারা ব্যথিত হয়। আর পরাজয়ে বলে: আমরা আগ থেকেই সাবধান ছিলাম। তারা খুশী হয়ে ঘরে ফিরে যায়। বলে দাও: আমাদের তাই হবে যা আল্লাহ তাকদীরে রেখেছেন। তিনি আমাদের অভিভাবক। মুঅ্মিনদের উচিত (মুনাফিকদের কথায় কান না দিয়ে) একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রাখা। (৯ তাওবাহ: ৫০,৫১)

১২. ঈমানের বদলে কুফর গ্রহন করা। ঈমান বিকিয়ে দিয়ে কুফর আমদানী করা। ইরশাদ হচ্ছেঃ
ঈমানের বিনিময়ে কুফর খারিদকারী (মুনাফিক)রা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের তরে যন্ত্রনা দায়ক আযাব। (৩ আল-ই'মরান: ১৭৭)

১৩. ইসলামের বদলে কুফরের দিকে ধাবিত হওয়া। ইরশাদ হচ্ছেঃ
যারা কুফরের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে তারা যেন তোমার ভাবনার কারন না হয়। তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ চান: আখেরাতে তাদের কিছুই না থাকুক। (তাই এদের নেক কাজের বিনিময় দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। যেমন দেন কাফিরদের) তাদের তরে কঠিন আযাব। (৩ আল-ইমরান: ১৭৬)

মুসলমান হওয়া সত্বেও মানুষ কি ভাবে কুফর, শিরক ও নিফাকে জড়িয়ে নিজের ঈমান ও আমাল বরবাদ করে দেয় এর কিছু নমুনা পেশ করা হল। এছাড়াও আরো অনেক পদ্ধতিতে মানুষ কুফর শিরক ও নিফাকে জড়িয়ে পড়ে। এর মূল কারন দুনিয়ার মোহ, স্বার্থ, আক্বাইদের বিষয়াদি সম্পর্কে যথাযত জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি।

কোন ব্যক্তি যে কোন ভাবে কুফর, শিরক বা নিফাকে জড়িয়ে পড়লে অথবা ঈমান বিনষ্টকারী অন্য কোন কাজ করলে তার ঈমান নষ্ট ও বরবাদ হয়ে যায়। ফলে তার কোন ইবাদাত বন্দেগী কবুল হয় না, জাহান্নাম তার জন্য অবধারিত হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

কিছু মানুষ বলে: আমরা আল্লাহ ও আখেরাত বিশ্বাস করি। এরা মুঅ্মিন নয়। এরা আল্লাহ ও মুঅ্মিনদের সাথে প্রতারণাকারী। আসলে এরা নিজেকেই প্রতারিত করছে কিন্তু এঅনুভুতিও এদের নেই। এদের অন্তরে বিমার, আল্লাহ এ বিমার আরো বাড়িয়ে দেন। এদের তরে যন্ত্রনাদায়ক আযাব, মিথ্যার পরিনতিতে। (২বাক্বারাহ: ৮-১০)

এসব অবক্ষয় থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন। হে আল্লাহ! আমাদের হেফাজত কর। আমীন।

বর্তমান বিশ্বের মূল স্রোত কুফরের দিকে ধারবমান। বর্তমানে এমন কিছু মতবাদ, আদর্শ ও নীতি মালা তৈরী হয়েছে যা মানুষের ঈমানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। মানুষ কুর্আন হাদীছের কাছে এসে ঈমান গ্রহন করছে। আবার এসবের প্রভাবে ঈমান হারা হচ্ছে। এযেন: সকালে কাফির বিকালে মুসলিম, বিকালে কাফির, সকালে মুসলিম'' হবার সময়। তাই আসুন! এই বিষয়গুলু সম্পর্কে একটু জেনে নেই।

www.muftisaeed.org.uk